ফ্রি-লান্স্

ছোটছোড়দির বাড়ি থেকে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফিরে অবধি মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। কোন ছোটছোড়দির কথা বলছি বুঝেছেন তো? ঝিনেদার রাঙাপিসিমনির ছোট মেয়ে শিবানী। আমার থেকে বছর তিনেকের বড়। আমার খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, পিসতুতো মিলিয়ে যতগুলো ছোড়দি আছে সকলের ছোট এই ছোটছোড়দি। আমার নিজের ছোড়দি থেকে তো বটেই। দারুণ চালাক- চতুর এফিশিয়েন্ট মহিলা। সেই ছোট্ট বয়স থেকে। একবার স্কুলে পরীক্ষার মুখে জ্যামিতির বাক্স হারিয়ে আমার যখন কাহিল অবস্থা, এই ছোটছোড়দিই নিজের পুরোনো জ্যামিতির বাক্স ধার দিয়ে আমার শূলে চড়া রদ্‌ করেছিল এবং এই উপকারটুকুর বিনিময়ে কি যে না করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে তার হিসেব নেই।

এফিশিয়েন্ট বলেছিলাম না? রেডিয়োতে যেই খবর শুনবে অমুক নেতা নিহত হয়েছেন কিংবা তমুকের তিরোধান ঘটেছে অমনি ছোটছোড়দি টপাটপ দরজা জানলার পর্দা খুলতে লেগে যাবে, ফট করে ফ্রিজ ডিফ্রস্টের বোতাম টিপে দেবে এবং ইত্যাকার আরও যত রকমের কাজের ফর্দ রেডি করবে যাতে জামাইবাবু বাড়ি ফেরামাত্র স্বামীস্ত্রীতে মিলে হুমড়ে পরে পেণ্ডিং কাজগুলো সেরে ফেলতে পারে, শোক পালনের ছুটিখানা অযথা মাঠে মারা না যায়। জামাইষষ্ঠীর ভোজটাও একটা সুপরিকল্পিত বার্ষিক অনুষ্ঠান ছোটছোড়দির সংসারে। মেয়ে নেই ছোটছোড়দির। তিনটি সন্তান, সবক'টিই ছেলে। জামাইষষ্ঠীর ঢালাও নেমন্তন্নে তাই অতিথিদের মধ্যে আদরযত্নের তারতম্য নিয়ে মনক্ষুন্ন হ'বার স্কোপ নেই। তিথিটা সুবিধেজনক সময়ে পড়ে, মাহাত্ম্যটা সেখানেই।

সারা বছরে সর্বসাকুল্যে তিনটি পরব পালন করে ছোটছোড়দি ---- জামাইষষ্ঠী, জন্মাষ্টমী আর পৌষসংক্রান্তি। সংবৎসরের যাবতীয়

আতিথ্যের দায় মিটিয়ে ফেলে এই তিনখানা এলাহি ভোজপর্ব দিয়ে। বছরের পর বছর ঠিক একই নিয়মে। মেনুর আইটেমগুলোও মোটামুটি বাঁধা হয়ে গেছে। কাজেই আমার মন খচ্‌খচ্‌ করার কারণটা ঠিক জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নজনিত নয়। কারণটা অন্য।

টেলিভিসনে খবর হচ্ছিল। দূরদর্শনের নিয়মিত খবর। হাতকড়া পরা সাতজন লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সীমান্ত ঘাঁটিতে রক্ষীদের হাতে সদ্য ধরা পড়েছে যারা, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সমেত। তারই বিশদ বিবৃতি দিচ্ছে সংবাদে। হাতে প্লেট নিয়ে খাওয়া ও কথোপকথনের ফাঁকে মাঝে মাঝে নজর চালাচ্ছি টেলিভিসনের পটে। রোজকার খাড়া-বড়ি-থোড়ের মাঝে হঠাৎ একি? লাইনের একপাশে দাঁড়ানো দাড়িওলা লোকটাকে কেমন চেনা চেনা ঠেকছে না? কথাটা আমার মগজে উচ্চকিত হয়েছে কি হয়নি, যেন আমারই চিন্তার প্রতিক্রিয়ারূপে লোকটা হঠাৎ তার ডান চোখের কোনাটা সরু করে মাথাটা একটু কাৎ করলো। মুহূর্তের ভগ্নাংশ মাত্র। আমার সারা শরীর বেয়ে যেন বিদ্যুত্‌ খেলে গেল। টেলিভিসনের পটে ততক্ষণে অন্য খবর দেখাচ্ছে। আমার চারিধারে ভোজনরত জনসমাগমে কারও কোনও ভাবান্তর নেই। তবে কি ওরা কেউই লোকটার চোখ টিপে মাথা নাড়া লক্ষ্য করেনি? নাকি ওর এই ইশারা শুধু আমারি উদ্দেশে?

পরদিনই ভবেশের সঙ্গে দেখা করলাম। ঝাড়া তিন বছর পর। মেছুয়াটুলির মেসভবন ত্যাগের পর এই প্রথম। মেছুয়াটুলির শেষদিকের দিনগুলো মোটেও আরামজনক ছিল না। বেশ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল আবহাওয়ায়। অফিস থেকে হায়দ্রাবাদে একটা ট্রেনিং করতে পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে অবধি অনুভব করছিলাম যে আগের সেই খোলামেলা ভাবটা আর নেই। আকাশে বাতাসে টেনসন। কেমন একটা চাপা গুর্‌গুর্‌ ভাব মেসবাড়িতে। এখন আর রাত্রে ভোজনান্তে ঢালাও আড্ডা বসে না। আড্ডার প্রাণকেন্দ্র কিশোরীদা ভোজনকক্ষে পদার্পণই করেন না আর। থালায় করে তিনবেলা কিশোরীদার খাবার দোতলায় তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয় তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সাকরেদদের কেউ। আর থালার সেই খাবারগুলোও দারুণ চমকপ্রদ। সকালে কৎবেল-জামরুল জাতীয় দুর্লভ ফলযোগে ক্ষীরমাখা চিঁড়া-মুড়ি-খই। দুপুরে ও রাত্রে নিরামিষ হবিষ্যি।

এ কি সেই কিশোরীদা? আগেকার সেই দল বেঁধে চীনে খাবারের পর মেসে ফিরে চোঁয়া ঢেকুর তুলতে তুলতে মাঝরাত্তির অবধি গুল্‌তানি, ফি-রোববার নতুন নতুন মোগলাই রান্নার কসরৎ, যে কোন অজুহাতে করিমের দোকান থেকে কাবাবের আমদানী ---- সে সব যেন স্বপ্ন হয়ে গেছে। মাত্র দেড়মাস হায়দ্রাবাদে ছিলাম, তারই মধ্যে এই আমূল পরিবর্তন। কি যে ঘটেছে তার হদিশ পাইনা। হরিশ - তারক - মুকুন্দ - ভবেশ, এখনও যে চারজনের শুধু কিশোরীদার ঘরে মাঝেমধ্যে প্রবেশ ও উঁকিঝুঁকি মারার অনুমতি আছে, তারা এ ব্যাপারে একেবারে কিচ্ছুটি ভাঙ্‌তে চায়না।

"কিশোরীদা ফ্রি-লান্স করছেন" ---- ওরা এর বেশী আর কোন কথা বলতে নারাজ। সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ভারী সন্দেহজনক, বিদ্‌ঘুটে বলে মনে হয়েছিল। বিশেষত মাঝে মাঝে কিশোরীদার ঘরে নীচু গলায় উত্তেজিত কথাবার্তা, রাতবিরেতে কিশোরীদার অতি সন্তর্পণে সাকরেদসহ অন্তর্ধান ও আবার চুপিসারে প্রত্যাবর্তন ---- এর কোন কিছুই সুস্থ স্বাভাবিক চালচলনের সাথে মিলছিল না আর।

তারপর একদিন কিশোরীদাকে সরাসরি দেখে ফেললাম বাড়ি ফেরার মুখে। যাত্রাকালে দরজার ফোঁকর দিয়ে দেখলাম কিশোরীদা নিঃসাড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। পিছনে তারক। তারকের হাতে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স, স্কুলের বাচ্চারা অনেকে ব্যাগের বদলে যে রকম বাক্সে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যায়। কিশোরীদার সারা মুখ জুড়ে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, পরনে ঢিলাঢালা আলখাল্লা। কয়েক ঘণ্টা পরে সিঁড়িতে ওদের সাড়া পেয়ে আবার সন্তর্পণে দরজার ফাঁকে চোখ সাঁটিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাত দু'টো। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে কিশোরীদা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় একটু বুঝি অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে নিজের গালে হাত বোলালেন। আমি স্পষ্ট দেখলাম কিশোরীদার গালভরা দাড়ি কিশোরীদার গাল ছেড়ে তাঁর হাতে উঠে এলো। তারক হাতবাক্স হাতে কিশোরীদার পিছুপিছু আসছিল। নীচু গলায় কিশোরীদা ওকে কিছু বলছিলেন আর তারক তদ্‌গত মুখে শুনছিল মন দিয়ে। দাড়ির স্থানচ্যুতিতে কোনও বিকার দেখা গেল না

তারকের মুখে।

আমি পরদিনই মেছুয়াটুলির মেসবাড়ি থেকে নিজের বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে কেটে পড়লাম। সোজা কঙ্কুরিয়াবাগে সহকর্মী গুলবদন মেহেরার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম তার সঙ্গে ফ্ল্যাট শেয়ারের প্রস্তাবে আমি রাজি। মেহেরা আনন্দের চোটে আমাকে প্রায় চুমু খায় আর কি! অফিসের কাছে ফ্ল্যাট, সবদিক থেকে সুবিধাজনক। তবে ভাড়াটা একটু বেশী বলে মেহেরার টানাটানি চলছিল এযাবৎ। আমি এসে পড়ায় সেটাও সুরাহা হয়ে গেল। বড় বড় দু'টো কামরা। ডাব্বাওলার সঙ্গে সারা মাসের বাঁধা ব্যবস্থা করা আছে। দু'বেলা খাবার পৌঁছে দেয়। অফিসে অথবা ফ্ল্যাটে ---- যেদিন যেরকম। কোনও ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট নেই। এরপর আরও তিন বছর পাটনায় থাকলেও মেছুয়াটুলিতে আর যাইনি। সত্যি বলতে কি কিশোরীদার উপর ভারী অভিমান হয়েছিল তাঁর এই হঠাৎ মেটামরফসিসের ব্যাপার থেকে আমায় পুরোপুরি বাদ দেওয়ায়। আর শেষটায়, ওই দাড়ির ব্যাপারটার পর তো রীতিমত ভয়ই ধরে গেল, যে কারণে পত্রপাঠ ওখানকার বাস তুলতে বাধ্য হ'লাম।

এতদিন পরে রহস্যটার মীমাংসা হ'ল। কিশোরীদা শেষ পর্যন্ত টেররিস্টদের দলে ভিড়লেন তবে ! তারক বলেছিল, "কিশোরীদা ফ্রি-লান্স করছেন।" ফ্রি-লান্স মানে হ'ল গিয়ে যখন যার তখন তার, ঢালো টাকা খাও গুড়, কাশ্মীর - আফগানিস্থান - বসনিয়া - মোজাম্বিক যখন যে ডাকে। হায় হায়, কোনদিন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলাম কিশোরীদার মত মানুষ এমন ভাবে পাল্টে যাবে, এরকম একটা সর্বনেশে পেশা বেছে নেবে !

ভবেশ বললো, "কি সব বাজে বকছিস? ধ্যুস্, কিশোরীদা টেররিস্ট হতে যাবে কেন?"

টেলিভিসনের খবরটা ভবেশকে বললাম। ওকে আমি মেছুয়াটুলির ঘটনাগুলো শোনালাম, মায় সেই গালচ্যুত দাড়ির কথাটাও।

ভবেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, "ও দাড়ি তো আমিই এনে দিয়েছিলাম। আমার পিসেমশাই এককালে দারুণ যাত্রা করতো। তারপর ফট্ করে বিলিতী কোম্পানিতে মোটা টাকার চাকরি পেয়ে রাতারাতি যাত্রার ভূত ঘাড় থেকে নেমে যেতে বাক্সভর্তি সাজসরঞ্জাম পিসি

আমাদের গছিয়ে দিয়ে গেল। সাহেবপাড়ার ছিমছাম ফ্ল্যাটে ওই বিশাল বপু তোরঙ্গ বয়ে নিয়ে যাবার নাকি মানে হয় না আর। তবে জিনিসগুলো দারুণ কাজে লেগেছে। কিশোরীদাকেই দু'একটা করে অধিকাংশ মাল ধরে দিয়েছি। শুধু দাড়ি কেন, পরচুলা, আলখাল্লা, হুঁকো, কমণ্ডলু, চশমা, আই-প্যাচ্, বাহারে ফতুয়া, ফৌজের ড্রেস, আরও কত কি !"

"এ সব জিনিসে কিশোরীদার কি প্রয়োজন? কোন্ কাজে লিপ্ত ছিলেন কিশোরীদা ?"

"ফ্রি-লান্স।" ভবেশ বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলে। আমি হায়দ্রাবাদ রওনা দেবার দু'একদিনের মধ্যে ঘটে ব্যাপারটা। গণেশের পিসিমা গঙ্গাস্নানকল্পে পাটনা এসেছেন। বয়স হয়েছে, নানারকম অসুখবিসুখ ছিল। পাটনায় এসে নতুন উপসর্গে ধরলো - মৃত্যুভয়। দূরদর্শনে কোন ভক্তিমূলক ছবিতে নরকের বিবরণ দেখে অবধি ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। অন্নজল স্পর্শ করানো যায়না। শেষমেশ গণেশ কিশোরীদার শরণাপন্ন হ'ল। কিশোরীদা দাড়িগোঁফ আলখাল্লা পরে ওদের বাড়ি গিয়ে পিসিমার সঙ্গে দেখা করলেন ----।

"দাড়িগোঁফ আলখাল্লা কেন?"

"যে পুজোর যা মন্তর। জষ্টিমাসের তালপাকা গরমে কালো পোষাক পরা উকীল দেখোনি? ঘেমে নেয়ে একশা তবু তকমাটি এঁটে থাকা চাই। যথাযথ অ্যাটমসফেয়ার ক্রিয়েট করতে যথাযথ উপকরণ তো লাগবেই। হিউম্যান সাইকলজি বলে কথা।"

"তারপর?"

"তিনদিন ধরে আদাজল খেয়ে লেগে রইলেন কিশোরীদা। কখনো আধ্যাত্মিক বাণী শোনাচ্ছেন, কখনো চোখ পাকিয়ে দাড়ি নেড়ে তেড়েফুঁড়ে শাসাচ্ছেন, কখনো বা মধুর হেসে ডান করতল ঊর্ধে তুলে অভয় দান করছেন। তিনদিন পর হাসি ফুটলো পিসিমার মুখে। মৃত্যু ভয়টয় সব কেটে গেছে। নতুন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে খুশিমনে কাটিহারে নিজের কোটায় ফিরে গেলেন তিনি।

"এরই মধ্যে আবার অরবিন্দের জ্যাঠামশায়ের খবরটা এলো। ক্যানসার ধরা পড়েছে। একেবারে হঠাৎ। বড়জোর মাস দুই আয়ু আর। রোগের ধাক্কার থেকেও পরপারের চিন্তাতেই অধিকতর কাতর মানুষটা। আজীবনের যত সত্য অথবা কাল্পনিক, ছোট-বড়-মাঝারি, অসংযত

অসঙ্গত ভাবনা চিন্তা আচরণের স্মৃতিগুলো যেন এই অন্তিমকালে দলবেঁধে তেড়ে এসে তাঁকে পরকালের বিভীষিকার ঝলক দেখিয়ে ক্রমাগত শাসাচ্ছে। কিশোরীদা খবর পেয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং বেশ কিছুদিন অহোরাত্র খাটাখাটনির পর অরবিন্দের জ্যাঠামশায়কে ভয়শূন্য করে ফিরে এলেন। পরপর দু'টো কেসে সাফল্যের পর কিশোরীদা ফ্রি-লান্সে নামলেন।"

"মৃত্যুভয় কাটানোর কাজ? কিন্তু তার মূল মন্ত্রটা কি? কি ভাবে ভয় দূর করতেন কিশোরীদা?"

"অতি সাধারণ বিচারবুদ্ধি অর্থাৎ কমনসেন্স্ দিয়ে। কিশোরীদা বলতেন কোনও আচরণ ঠিক না ভুল সেটা নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রের উপর। বিশ্বসংসারে একেবারে শর্তবিহীন, অ্যাবসল্যুট পাপ বা পুণ্য খুব কমই পাবে। যেমন ধরো গণেশের পিসিমা। অল্প বয়সে কবে অম্বুবাচীতে মাছভাজা খেয়ে ফেলেছিলেন। মাছভাজা তো পৃথিবীতে কতলোকে খায়। তারা অনন্তকাল নরক ভোগের ভয়ে কাঠ হয়ে থাকেনা। গণেশের পিসিমা একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে যেটা পাপ ভাবছিলেন চিন্তাধারা একটু বদলাতে পারলেই সেটা আর পাপ থাকে না।

"ধরো রাস্তায় একটা ছেলে তোমায় দেখে জিভ ভেঙালো। তুমি বলবে কি অভদ্র বাঁদর ছেলে রে বাবা ! কিন্তু যদি এমন দেশে যাও যেখানে ওটাই অভ্যর্থনার রীতি, তুমি খুশি হয়ে ভাববে আহা, কি সুন্দর সহবৎওলা ছেলে। শুধু ইহকালের সমাজেই যে আচরণের মূল্যায়নে প্রভেদ আছে তা নয়, পরলোক সম্বন্ধেও এইরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা গড়ে উঠেছে মানুষের মনে যে এই পার্থক্যগুলো পরলোকেও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সেখানেও বিভিন্ন গোষ্ঠির নিয়ম মাফিক তাদের মেম্বারদের কৃতকর্মের পাপপুণ্য বিচার ও সেইমত দণ্ড-পুরস্কার বলবৎ করার বিস্তারিত বিধিব্যবস্থা রয়েছে এই সব গোষ্ঠিগুলোর জন্য নির্ধারিত আলাদা আলাদা এলাকায়। এ যেন সেই আগেকার দিনের তীর্থযাত্রার মত। তীর্থস্থানে নামামাত্র পাণ্ডারা লিস্ট মিলিয়ে যাত্রিদের ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলো নিজেদের মধ্যে। এটাও ঠিক সেইরকম দাঁড়াচ্ছে নয় কি?

"রোজ কত লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। পরপারে পৌঁছনোমাত্র তাদের বাছাই করে প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে পাচার করতে হবে লোকটা পৃথিবীতে থাকাকালীন কোন

গোষ্ঠিভুক্ত ছিল সেই অনুসারে। আমাদের রিচার্ডসনের বুড়ি মা আর গণেশের পিসিমা যদি ভুল করে উল্টোপাল্টা জায়গায় চলে যায় তবে তো সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে ! কিশোরীদা এই লাইন ধরেই শুরু করলেন। বলতেন, আসল কারসাজি হ'ল বেশী কড়াক্কড়িওলা মারখুট্টেমার্কা পাণ্ডাগুলোকে এড়িয়ে যারা একটু সহজ, নরম, ক্ষমা-ঘেন্না আছে, তাদের ধরে lenient এরিয়ায় গিয়ে পড়া। উনি নিজেই এরকম একটা ছোটমতন গোষ্ঠি গড়ে ফেললেন যার নিয়মকানুন সহজ সরল সহানুভূতিশীল এবং যেগুলো পালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেও কষ্টসাধ্য নয় ----।"

ভবেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। তার চোখেমুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। "তারপর যা হয়। অন্যদের বোঝাতে বোঝাতে ওঁর নিজের মনেই শিকড় গেড়ে বসলো যে-সব তত্ত্বকথা শুধুমাত্র অন্যদের জন্যই গড়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিজেই নিজের পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন, নিজের বাক্যসুধা পান করে বিহ্বল আত্মহারা। আর পাঁচজন মানুষের মত চোখকান বুঁজে কোন একটা বিশেষ বিধিব্যবস্থাকে অমোঘ বলে ধরে থাকেননি বলেই এতদিন নিজের একটা আলাদা স্বাধীন বিচারবুদ্ধি জীইয়ে রাখতে পেরেছিলেন কিশোরীদা। কিন্তু এখন ক্রমে নিজের সৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই আক্রান্ত ও বিভ্রান্ত হ'লেন ----।"

"কিন্তু আমি তো সেই গোড়াতেই দেখেছি কৎবেল আর হবিষ্যি খেতে।"

"সেটা শুধু আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপার, দাড়ি আর আলখাল্লার প্রতিপূরক। গোড়ার দিকে ঘরে দরজা এঁটে কুমলিঙের ফু-চাও আর করিমের শিককাবাব সাবড়েছেন এনতার। শেষদিকে কেমন একটা ভাবান্তর এলো তাঁর মনে। প্রায়ই বলতেন, এই যে মানুষগুলো আমার কথায় বলভরসা পেয়ে পরপারের পথে নির্ভয়ে পা বাড়াচ্ছে, ওখানে গিয়ে এরা ঠিকঠাক ঠিকমত জায়গায় পৌঁছতে পারবে তো? যদি রিসেপ্সন কাউণ্টারে গুলিয়ে ফেলে, ওদের ভুল এলাকায় পাঠিয়ে দেয়? আমাদের এই নতুন গোষ্ঠির খবরটা যদি সময়মত ওপারে না পৌঁছে থাকে তাহ'লে এদের বিলিব্যবস্থাই বা কিভাবে হবে? এইসব কথা ইদানীং প্রায়ই বলতেন কিশোরীদা কিন্তু আমরা ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি তখনো। একটা সরু লম্বা খাতায় উনি ওঁর মক্কেলদের নাম বর্ণনা দিয়ে একখানা করে ফটো সেঁটে খুব যত্ন করে সামলে রাখতেন খাতাটা। প্রায়ই কি সব

লিখতেন প্রত্যেকের নামের খোপে। তারপর মাসখানেক আগে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেন।"

"সে কি? কোথায়?"

"সুরেন বললো নিখোঁজ হ'বার দু'দিন আগে কিশোরীদা নাকি মানসরোবরে পৌঁছবার পথঘাট সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলেন।"

""মানসরোবর কেন?"

"ওখানেই কোথায় নাকি পরপারের এন্‌ট্রি পয়েণ্ট্। ওখানে পৌঁছবার পরই নাকি গন্তব্যস্থল অনুযায়ী সবাইকে যার যার নির্দিষ্ট এলাকায় ছেড়ে আসা হয়।"

"টেলিভিসনে জঙ্গী টেররিস্টদের সঙ্গে দেখালো কিশোরীদাকে। উনি আবার ওদের দলে ভিড়লেন কখন, কেন, এবং কিভাবে?"

"কিশোরীদার ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। উনি একা গেছেন শুধু ওই খাতাখানা সম্বল করে।"

"আর দাড়ি।"

"না - না, নকল দাড়ি নয়। এ দাড়ি তাঁর নিজস্ব। ওই খাতাখানা দেখেই কতৃপক্ষ ওঁকে ধরেছে। ওদের ধারণা ওটা জঙ্গী গুপ্তচরদের নামের লিস্ট।"

আমি হেসে ফেললাম, "গণেশের পিসিমা আর তারকের জ্যাঠামশাই?"

"এবং আরও অনেকে যাঁরা কেউই এখন আর এ জগতের বাসিন্দা নন। তবে সব নাম ঠিকানা খুঁজে খানাতদন্ত করে ব্যাপারটা খোলসা হতে বিস্তর সময় নেবে।"

"এতগুলো গুপ্ত নাম জোগাড় করে দেবার পুরস্কার স্বরূপ কিশোরীদাকে হয়তো ছেড়েই দেবে ওরা কোন ওজর আপত্তি না করে।"

"কিশোরীদাকে ওরা কোনমতেই ধরে রাখতে পারবে না। সে নিয়ে আমি এতটুকু চিন্তা করি না। শুধু খারাপ লাগছে এই ভেবে যে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কিশোরীদা হয়তো এ লাইনে আর থাকতে চাইবেন না। অথচ আরও কত লোককে উনি মৃত্যু থেকে না হোক মৃত্যুভয় থেকে বাঁচাতে পারতেন।"

"সেই নকল দাড়িটা এখনও আছে তোমার কাছে?"

"আছে বইকি ! তোমার চাই?"

"হ্যাঁ ভাই। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে একটা যাত্রা নামাবো ভাবছি। একটা ক্রিয়েটিভ কিছু নিয়ে থাকলে সময়টা ভাল কেটে যায়।"

"তা যা বলেছ।"